68854 - যে ব্যক্তি শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য গোসল করছে তাকে কি নামাযের জন্য ওযু করতে হবে?

প্রশ্ন

যদি কোন মুসলিম অভ্যাসগত গোসল করে, ওযু না করে; সে কি নামায পড়তে পারবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসরণে একজন মুসলিমের জন্য মুস্তাহাব হলো গোসলের পূর্বে ওযু করা।

যদি গোসলটি বড় অপবিত্রতাজনিত হয়; (যেমন জানাবাতের গোসল ও হায়যের গোসল) এবং গোসলকারী কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াসহ সমস্ত দেহে পানি পৌঁছায়; তাহলে এ গোসল ওযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের পর আর ওযু করতেন না।

আর যদি গোসলটি শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য হয় কিংবা পরিচ্ছিন্নতার জন্য হয়; তাহলে সেটি ওযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে না।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: জানাবতের গোসল কি ওযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে?

তিনি জবাব দেন: “যদি কোন ব্যক্তি জানাবত (সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত)-এর গোসল করে তাহলে তা ওযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: ‘যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর”। গোসলের পর তাকে ওযু করতে হবে না; যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে। আর যদি গোসলের পর ওযু ভঙ্গের কোন কারণ ঘটে তাহলে ওযু করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে তাহলে জানাবতের গোসলই তার ওযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে; চাই সে গোসলের পূর্বে ওযু করুক; কিংবা না করুক। কিন্তু কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। ওযু ও গোসলে এ দুটো অবশ্যই পালনীয়।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-১৮০)]

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীনকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়তে আদিষ্ট নয় এমন গোসল কি ওযুর

পরবির্তে যথষ্টে হবে?

তনি জিবাব দনে: “শরয়িতে আদষ্টি নয় এমন গোসল ওযুর পরবির্তে যথষ্টে হবে না। কনেনা সইে গোসল কোনে ইবাদত নয়।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-১৮১)]

অনুরূপভাবে শাইখকে আরও জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: গোসল কি ওযুর পরবির্তে যথষ্টে হবে?

তনি জিবাব দনে: “যদি সটো জানাবত (সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত)-এর গোসল হয়; তাহলে সটে ওিযুর পরবির্তে যথষ্টে হবে। যহেতেু আল্লাহ্‌র বাণী হচ্ছে: ‘যদি তোমেরা জুনুবী হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবত্রিতা অর্জন কর’। কোনে ব্যক্তি যদি জানাবতরে শকিার হন; এরপর কোনে পুকুরে বা নদীতে বা এ জাতীয় অন্য কছিুর ভতেরে ডুব দনে এবং এর মাধ্যমে জানাবত দূর করার নয়িত করনে, কুলি করনে ও নাকে পানি দনে; তাহলে এর মাধ্যমে ছোটে অপবত্রিতা ও বড় পবত্রিতা উভয়টি দূরীভুত হবে। কনেনা আল্লাহ্‌ তাআলা জানাবতরে কারণে প্রকৃষ্টভাবে পবত্রিতা অর্জন করা ছাড়া অন্য কছিু করা ওয়াজবি করনেনি। প্রকৃষ্টভাবে পবত্রিতা অর্জন হচ্ছে সারা দহেকে পানি দিয়ে ধৌত করা। যদওি জানাবতরে গোসলকারীর জন্য উত্তম হচ্ছে- প্রথমে ওযু করে নয়ো। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতরে কব্জদ্বিয় ধোয়ার পরে লজ্জাস্থান ধৌত করতনে। এরপর নামাযরে ওযুর মত ওযু করতনে। এরপর মাথার ওপর পানি ঢালতনে। যখন ধারণা হত য,ে তনি চিামড়া ভজিয়িছেনে তখন মাথার ওপর তনিবার পানি ঢালতনে। এরপর অবশষ্টি শরীর ধৌত করতনে।

পক্ষান্তরে পরচ্ছিন্নতা বা শরীর ঠাণ্ডা রাখার কারণে গোসল করলে সইে গোসল ওযুর পরবির্তে যথষ্টে হবে না। কনেনা সটে ইিবাদত নয়। বরং সটে অিভ্যাসগত বষিয়রে অন্তর্ভুক্ত; যদওি শরয়িত পরচ্ছিন্নতার নর্দিশে দয়ে। কন্তিু এভাবে নয়; বরং পরচ্ছিন্নতার সাধারণ নর্দিশে; সটো যে কোনে কছিুতে যভোবইে পরচ্ছিন্নতা অর্জতি হোক না কনে।

মোটেকথা: যদি গোসলটা শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য কংিবা পরচ্ছিন্নতার জন্য হয় তাহলে সটে ওিযুর পরবির্তে যথষ্টে হবে না।[সমাপ্ত]

মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-১৮২)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।